স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩০শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 15th Aug. 1962 { ১৪শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

"ও আমার দেশের মাটি! তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।"

—০—

বুকফাটা করুণ সুরে কবি গেয়েছিলেন যে গান, সে গান যখন কাণের ভিতর দিয়ে মরমে পশিত, তখন মনে হইত—কত হতভাগ্য আমরা, কত অসহায় আমরা, আমাদের মাকে আমরা "আমাদের মা" বলিয়া দাবি করিবার অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছি। মাঠে রাখাল গরু চরাইত—কবির গভীর দুঃখ তার সম্পূর্ণ বোধগম্য না হইলেও সে গাহিত—

স্বদেশ, স্বদেশ বলিস্ কারে,
এদেশ তোদের নয়।
গঙ্গা আর যমুনা নদী,
এ সব তোদের হতো যদি,
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে
জাহাজ কেন বয়!
এই যে ক্ষেত্র শস্যে ভরা,
তোদের নয় এর একটী ছড়া,
চাষের মালিক তোরা কেবল,
গ্রাসের মালিক নয়।

রাখালের মুনিব তার বেতনভোগী চাকরকে এই গান গাইতে শুনে, ধমক দিয়ে বলতেন—ওরে! ও হতভাগা! এই স্বদেশী গান গেয়ে তুইও মরবি, আমাকেও মারবি। বেটা, ও গান গাইলে কি রক্ষা আছে? এখনি টিকটিকির কাণে গেলে তোকেও বাঁধবে আমাকেও বাঁধবে—যেহেতু তুই আমার পোষা চাকর।

তা হ'লেই আমাদের দশাটা কি ছিল তা সকলেই জানেন। দুখের কথা চেঁচিয়ে বল্‌লেই "ফলং বন্ধনং"!

আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী-জন্মভূমি ১৪ই আগষ্ট '৪৭ রাত্রি ১২টার পর বন্ধনভয় মুক্তা হ'য়ে আমাদের কোলে নিয়ে আদর ক'রে বললেন—পরাধীন সন্তানগণ, আজ তোমরা স্বাধীনতার আস্বাদ পেলে, তার জন্য ভগবানকে সভক্তি ধন্যবাদ জানাও। তিনি তোমাদের সর্ব্ববিধ সুখশান্তি বিধান করবেন।

সন্তানগণ, তোমরা দ্বিধা বিভক্ত হ'য়ে মাকে ভাগের মা করেছ, তা বেশ করেছ। তবে আর কেন গোলমাল, মারামারি কাটাকাটি ক'রে শত্রুর আনন্দ বর্দ্ধন করছো, বাবা সকল! সুখে খেতে ভূতে কীলোচ্ছে বুঝি?

সত্যি কথা, মা যদি এ কথা বলেন, আমাদের জবাব কি ভাই, বল্‌তে পার? কোন জবাব নাই। কংগ্রেস ভারতীয় ইউনিয়ন পেয়েছেন, মুস্লিম লীগ পাকিস্থান পেয়েছেন। এইবার আপন আপন স্থানে মিলেমিশে থাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ কত রকম বিবৃতি দিয়েছেন। আমাদের যার যে স্থানে বাস তার জাতীয় পতাকাকে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া উচ্চৈস্বরে বলি—

"ও আমার দেশের মাটি—
তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।"

সমস্বরে চিৎকার করিয়া বলি—

স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ।

সুবিচার

—০—

"সু" মানে উত্তম অর্থাৎ দোষবর্জ্জিত। সব কথার পূর্ব্বে "সু" সংযোগ করিয়া জনৈক পণ্ডিত একটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন।

শ্লোকটী হচ্ছে—

সুজীর্ণমন্নং সুবিচক্ষণঃ সুতঃ
সুশাসিতা স্ত্রী নৃপতি সুসেবিত।
সুচিন্ত্য চোক্তং সুবিচার্য্য যৎ কৃতং
সুদীর্ঘ কালেঽপি ন যাতি বিক্রিয়াং॥

অর্থ :—

সহজে পরিপাক হয় এমন অন্ন, সুবিচক্ষণ পুত্র, সুশাসিতা পত্নী, সুসেবিত রাজা, আর ভালরূপ চিন্তা করিয়া যাহা বলা হয়, আর সুবিচার সহকারে যাহা করা হয়, তাহা সুদীর্ঘ কালেও বিক্রিয়া প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ন্যায় বহির্ভূত বিচারই অবিচার। ন্যায়ের মর্য্যাদা যাহারা লঙ্ঘন করে—তাহাদের লক্ষ্য করিয়া ৺হেম কবির রচিত গানটী স্বনামধন্য যাত্রাওয়ালা স্বর্গীয় মুকুন্দ দাস মহাশয় গাইতেন।

গান

সাবধান!
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড
রুদ্র, দীপ্ত, মূর্ত্তিমান।
সাবধান!
ঐ শুন তার বাজিছে কম্বু
অম্বুধি যথা উচ্ছলে,
প্রলয় ঝঞ্ঝা ইরম্মদে
বজ্র গভীর কল্লোলে,
হুঙ্কার শুনি জলদ-মন্দ্র,
কাঁপিছে তারকা সূর্য্য চন্দ্র,
বদ্ধ আকাশ স্তব্ধ বাতাস
কাঁপিয়া উঠিছে জগৎ-প্রাণ।
সাবধান!
ত্রিভুবন জুড়ি বিরাট দেহ,
ভাবিতেছ বুঝি পলাবে কেহ,
এখনও চরণে শরণ লেহ
নতুবা নাহিক পরিত্রাণ।
সাবধান!
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড
রুদ্র, দীপ্ত, মূর্ত্তিমান।
সাবধান!

রাণাঘাটের বিষাক্ত ময়দা

রাণাঘাট মহকুমার আড়ংঘাটা থানায় মার্কিনী ময়দা ভক্ষণই বিশেষ ধরণের পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইবার কারণ বলিয়া রাজ্য সরকার মনে করিতেছেন। মার্কিনী ময়দার চালানটিতে ফসফেট জাতীয় বিষমিশ্রিত আছে বলিয়া সরকার সন্দেহ করিতেছেন। কোথায় এ ময়দা বিষদুষ্ট হইল কর্ত্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ পান নাই।

উল্লেখযোগ্য রাস্তা

বর্ত্তমানে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর বহু অখ্যাতনামা গলি রাস্তার সংস্কার সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ৫নং ওয়ার্ডের তুলসীবিহার বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ রাস্তাটা 'যে তিমিরে সেই তিমিরে' রহিয়া গেল। বর্ত্তমানে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয়কে এ বিষয়ে বলা সত্ত্বেও কোন প্রতিকার হইল না। শোনা যায় কোন এক খ্যাতনামা (?) ঠিকাদারকে এই রাস্তার কার্য্য দেওয়া হইয়াছে। তিনিও নাকি 'নিধিরাম সর্দ্দার'। তাঁর রাস্তা নির্ম্মাণোপযোগী মাল মসলা নাই। এই পল্লীর অধিবাসিবৃন্দ মিলিত কণ্ঠে বল্‌বেন—'কর্ম্মকর্ত্তা জিন্দাবাদ'।

সাহায্যের স্বীকৃতি

জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ মহাজন সমিতি জিয়াগঞ্জ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে এক্সরে প্ল্যাণ্ট বসানোর জন্য এককালীন দশ হাজার টাকা সাহায্য দিবার স্বীকৃতি জানাইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট একটি প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন।

উদ্বাস্তু পল্লীতে হানা

গত ২৮শে জুলাই বহরমপুর সহরের কাশিমবাজার ওয়ার্ডের সংলগ্ন হাতীনগর উদ্বাস্তু পল্লীতে মুসলমান প্রধান হাজীনগর, উস্তা, নিমতলা প্রভৃতি গ্রাম সমূহের কিছু সংখ্যক মুসলমান চড়াও হয় এবং পাকিস্তানের হিন্দুদের মত অবস্থা করিব বলিয়া শাসাইতে থাকে। কতিপয় স্থানীয় হিন্দু অধিবাসী ও পুলিশের কর্ম্মতৎপরতায় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতে পারে নাই বলিয়া প্রকাশ।

পাকিস্তানী উপদ্রব

এ জেলার সীমান্তে পাকিস্তানী হানাদারদের উপদ্রব অব্যাহত আছে। গত ৭ই আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় তাহারা ভারতীয় অঞ্চলে অনধিকার প্রবেশ করিয়া ভারতীয় গোয়ালাদের সাতটি গরু অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

শাখাভুক্তি সমাহর্তা, খাদ্য এবং সরবরাহ, জঙ্গীপুর মুর্শিদাবাদ ১-৯-৬২ হইতে ৩১-৮-৬৩ তাং পর্যন্ত সময়কালে সরকারী খাদ্যশস্য পরিবহণ এবং হ্যাণ্ডলিংয়ের জন্য পরিবহণ এবং হ্যাণ্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগের নিমিত্ত দুইপ্রস্থে শীলমোহরাঙ্কিত টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। পরিবহণ: জঙ্গীপুর রোড রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে রঘুনাথগঞ্জ ডি আর সি পর্যন্ত এবং বিপরীতক্রমে (দূরত্ব আনুমানিক ৩ মাইল) ট্রাকযোগে পরিবহণ। হ্যাণ্ডলিং: রেলওয়ে শেডে ওয়াগণ হইতে মাল খালাস, ১০০% মালের ওজন করান মাল ট্রাকে বোঝাই এবং অতঃপর ডি আর সিতে ট্রাক হইতে মাল খালাস, ১০০% মালের ওজন করান, নির্দেশানুসারে গুদামে মাল স্তূপীকরণ, অথবা ডি আর সিতে মালের স্তূপ ভাঙা, ১০০% মালের ওজন করান, ট্রাকে মাল বোঝাই। এবং তৎপরে ট্রাক হইতে মাল রেলওয়ে শেডে খালাস, ১০০% মালের ওজন করান, ওয়াগণে মাল বোঝাই। উভয়ক্ষেত্রেই ঠিকাদারকে আবশ্যকবোধে মেরামতির ক্ষেত্রে থলির সেলাই/জোড়া দেওয়া, মাল পুনর্বার থলিতে ভর্তি করার কার্য করিয়া লইতে হইবে। পরিবহণ এবং হ্যাণ্ডলিংয়ের জন্য দর পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। প্রতি মাইলের জন্য কুইণ্ট্যাল প্রতি পরিবহণের দর এবং উভয়প্রান্তে কুইণ্ট্যাল প্রতি হ্যাণ্ডলিংয়ের জন্য দর উল্লেখ করিতে হইবে। প্রতিটি টেণ্ডার অবশ্যই পূর্বোক্ত অফিসারের বরাবরে "রাজস্ব জমা" খাতে বায়নার টাকা বাবদ ২০০৲ টাকা জমা প্রদর্শনকারী জঙ্গীপুর সাবট্রেজারীর একটি রসিদকৃত চালান সম্বলিত হওয়া চাই। নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে সার্থকাম টেণ্ডারদাতা কার্যারম্ভ না করিলে তাঁহার বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। ব্যর্থকাম টেণ্ডারদাতার বায়নার টাকা দাবীক্রমে ফেরত দেওয়া হইবে। প্রত্যেক টেণ্ডারের সহিত সর্বশেষ আয় ও বিক্রয়-কর পরিশোধের বৈধ প্রমাণপত্রাদি থাকা আবশ্যক। সার্থকাম টেণ্ডারদাতা দর স্বীকৃতির পরে অবশ্যই একটি চুক্তি সম্পাদন করিবেন এবং সর্বোচ্চ ৫০০০৲ টাকা পর্যন্ত নগদে জামিন দাখিল করিলে উক্ত অফিসারের অফিসে চুক্তি ফর্ম এবং অন্যান্য বিবরণাদি পাওয়া যাইবে। "পরিবহণ ও হ্যাণ্ডলিংয়ের জন্য টেণ্ডার" শীর্ষাঙ্কিত শীলকরা টেণ্ডারসমূহ ২৮শে আগষ্ট ১৯৬২ তাং বেলা ২টা পর্যন্ত লওয়া এবং ঐদিনেই বেলা ৪টায় জঙ্গীপুরের এস, ডি-ওর উপস্থিতিতে খোলা হইবে। টেণ্ডার খোলার সময়ে টেণ্ডারদাতাগণ উপস্থিত থাকিতে পারেন। কোন দর স্বীকার করা বাধ্যতামূলক নহে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬২

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৯২ খাং ডিঃ সেবাইত প্রবোধকুমার নাথ দেং অজিতকুমার রায় দিং দাবি ১৬৭ টাকা ৮৬ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মিঠিপুর ২-৬৬ শতকের কাত ২০॥৶০ আঃ ৮০০৲ খং ১৬৮

৯৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭৬ টাকা ৮১ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৭০ শতকের কাত ২।৴৭ পাই আঃ ২২৫৲ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৪৪ শতকের কাত ২৶৮ পাই আঃ ৪২৫৲ রায়ত স্থিতিবান

৯৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭০ টাকা ৯ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৮৪ শতকের কাত ২॥৯ পাই আঃ ২৫০৲ খং ১৭৮ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৮৮ শতকের কাত ৩॥৵০ আঃ ২৫০৲ রায়ত স্থিতিবান

১৯৬২ সালের ডিক্রীজারী

১৪ মনি ডিঃ লক্ষ্মণচন্দ্র মণ্ডল দেং রমণচন্দ্র মণ্ডল দাবি ১৮৫ টাকা ৭৩ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে ঘোড়াপাখিয়া ১০ শতক জমির ⅓ অংশে হারাহারি জমা ।৵০ খং ৪৮১ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব আঃ ২০০৲

২২ মনি ডিঃ সুধীরকুমার নাথ দেং রুস্তম আলী সেখ দাবি ৩১২ টাকা ৭৫ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে বাহাগলপুর ৫৭ শতকের কাত ৯৪ নঃ পঃ খং ৩২০ আদালত মূল্য ৩৫০৲ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

"আমরা বাঙ্গালা"র পূজা সংখ্যা বাজেয়াপ্ত

শ্রীসুধাংশু বক্সী কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১০, ঠাকুরদাস পণ্ডিত লেনস্থিত "আমরা বাঙ্গালী সংসদ" ও ১৬, মার্কাস লেন (কলিকাতা—৭) স্থিত শশী প্রেস-এ মুদ্রিত এবং ৫৫, কলেজ ষ্ট্রীট (কলিকাতা—১২) হইতে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আমরা বাঙ্গালী'র ১৯৬১ সালের পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত 'বুলেট বেঁধাবুক' ও 'মুখচক্রের ডায়েরী' শীর্ষক রচনাগুলিতে বর্ণিত বিষয় ভারতের নাগরিকদের বিভিন্ন অংশ যথা আসামী ও বাঙ্গালী এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব সৃষ্টি করায় বা সৃষ্টির জন্য অভিপ্রেত হওয়ায় আসাম সরকার ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী দণ্ডবিধির (১৮৯৮ সালের ৫নং আইন) ৯৯ক ধারার দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরোক্ত পত্রিকার ১৯৬১ সালের পূজা সংখ্যার যাবতীয় কপি বাজেয়াপ্ত হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। —প্রেসনোট

পল্লী চিকিৎসালয়গুলিকে অনুদান প্রদান

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পল্লী চিকিৎসালয়গুলির জন্য সাহায্য দানের পরিকল্পনানুসারে ১৯৬১-৬২ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার নিম্নলিখিত চিকিৎসালয়গুলিকে ৯,১০০ টাকার এক অনুদান মঞ্জুর করিয়াছেন। উহা যথারীতি থানা চিকিৎসালয় প্রতি ৭৫০৲ টাকা এবং পল্লী চিকিৎসালয় প্রতি ৪০০৲ টাকা হারে প্রদত্ত হইবে।

থানা চিকিৎসালয়— (১) ডোমকল এবং (২) সুতী। পল্লী চিকিৎসালয়—(১) কুরন্নরুণ, (২) চাঁদপুর, (৩) বুধনপুর, (৪) মাণিকচক, (৫) পাঁচগ্রাম, (৬) রাজারামপুর, (৭) শিবপুর, (৮) ইন্দ্রাণী-সাদাল, (৯) টেঁয়া বৈদ্যপুর, (১০) এরোয়ালি, (১১) বেনিয়াগ্রাম, (১২) বেওয়া (১৩) ইমাননগর, (১৪) মোরগ্রাম, (১৫) তেঘরি, (১৬) মির্জ্জাপুর, (১৭) দয়ারামপুর, (১৮) খয়রামারি (১৯) গুলহাটিয়া। (বেসরকারী নোট)

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন,
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন।
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা'ঠাকুর)

প্রাথমিক শিক্ষকদের গণডেপুটেশন

১৩ সহস্রাধিক স্বাক্ষরযুক্ত দাবীপত্র পেশ

—•—

গত ১লা আগষ্ট কয়েকশত প্রাথমিক শিক্ষক জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আহ্বানে জেলা-স্কুলবোর্ডের সভাপতি ও জেলা স্কুল পরিদর্শকের অফিসে গণডেপুটেশনে উপস্থিত হন। স্কুলবোর্ড সভাপতিকে পূর্ব্বে জানানো সত্বেও তিনি নিজে উপস্থিত না হওয়ায় জেলাস্কুল পরিদর্শক মহাশয়কে ১৩ সহস্রাধিক নাগরিকের স্বাক্ষরযুক্ত দাবীপত্র পেশ করা হয়। পঃ বঃ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীনির্ম্মাল্য বাগচী, এম, এল, সি, জেলা প্রাঃ শিঃ সমিতির সভাপতি শ্রীজগন্নাথ দাস, যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয় শ্রীগুরুপদ চৌধুরী, শ্রীআজাহার আলি, সহঃ সম্পাদক শ্রীহরনাথ চন্দ্র বহরমপুর থানা সমিতির সভাপতি শ্রীসলিল ভট্টাচার্য্য, প্রমুখ শিক্ষক নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ডি, আই, এর সহিত সুদীর্ঘ আলোচনা করেন।

কাঞ্চনতলা হরিসভার

সপ্তম বার্ষিক শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার

আয় ব্যয়ের হিসাব, ১৩৬৮ সাল

জমা—মোট চাঁদা আদায় ৩৭১৲ টাকা, উদ্বৃত্ত জিন্সি বিক্রয় ২।৵০, ১৩৬৭ সালের উদ্বৃত্ত মজুত তহবিল ১১৬৵০ মোট—৩৮৫৶০ ঘাটতি ২২৷৶১০ একুন—৪০৭৬৵১০

খরচ—প্রতিমা ৮২৲ টাকা, প্রতিমার আনুষঙ্গিক খরচ ১২৬৵০ চুনকাম খরচ মায় বেদী ও মণ্ডপ নির্ম্মাণ ১৩।০, আলোক সজ্জা ১৪।১০, ঢাক বাদ্যাদি ৩০৲, নরসুন্দর ও পরিচারক ১৯৲, পূজার উপকরণাদি ও আনুষঙ্গিক খরচ ১৬৪৬৵০, পূজার দক্ষিণা ৪৫৲, নিরঞ্জন খরচ ২৬৬০ একুন—৪০৭৬৵১০

প্রেসিডেন্ট—শ্রীবিভূতিভূষণ দাশ, উকিল
সম্পাদক—শ্রীযামিনীমোহন দাশ
সন ১৩৬৯ সাল, ২রা আষাঢ়।

১৫ই আগষ্ট

নব ভারতের উন্নয়নের সঙ্গে নব বাংলারও রূপায়ন ঘটছে। আগামী দিনের সেই সমুজ্জ্বল রূপটি ঘিরেই আজকের এই পর পর দুটি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দেশের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের দৃঢ় বনিয়াদ রচনার চেষ্টা হ'য়েছিল, সেই সঙ্গে হ'য়েছিল শিল্প, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের প্রয়াস। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই প্রয়াস হবে আরও ব্যাপক, আরও সুষ্ঠু ও সর্বাত্মক কল্যাণ-মুখী। সংবিধানের সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছুতেও তা হবে সহায়ক।

সেই জন্যই আজ আমাদের নতুন ক'রে সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করবার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। সেই সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে গ'ড়ে উঠবে

নব ভারতের

সোনার বাংলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

বন্দী মুক্তি

রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত দেশের যে সমস্ত সন্তান সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দিন যাপন করিতেছিলেন, সেন মন্ত্রীসভা তাঁহাদের মুক্তিদানের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া সমগ্র দেশের সম্মুখে এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। সমগ্র দেশবাসী দলমত নির্বিশেষে সকৃতজ্ঞ চিত্তে সরকারের এই মহৎ সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বাধীনতা দিবসে ইঁহাদের আত্মীয়েরা স্বজনগণকে স্বগৃহে পাইয়া রাজ্য সরকারকে আন্তরিক সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইবেন।

ছেলে হারাইয়া গিয়াছে

আমার পুত্র মোঃ ইউনুস—পরণে ধুতি গায়ে ডোরা ফুলসার্ট; ডান হাতে লোহার বালা মুখে বসন্তের দাগ, রং ময়লা, মাথা খারাপ, চুল ছোট, বয়স ২১ বৎসর। গত ২০শে শ্রাবণ রবিবার বেলা ৯টার সময় হারাইয়া গিয়াছে। কোন সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান দিলে পুরস্কার স্বরূপ ৫০৲ টাকা দেওয়া হইবে।

ঠিকানা—সোহরাব সেখ
গ্রাম ও পোঃ অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও **অঞ্চল** পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:-

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট:—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এনলার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।